তারিখ ... 18 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ .....

সংবাদ

শহরমুখী প্রবণতা ঠেকাতে

ঢাকার আশপাশে ১০টি নতুন সরকারি স্কুল হবে

রাকিব উদ্দিন

সরকারের উচ্চপর্যায়ের নির্দেশে ঢাকা শহরের আশপাশের ১০টি এলাকায় একটি করে নতুন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ক্রমবর্ধমান শিক্ষার্থীদের চাহিদা মেটানো, ছাত্রছাত্রীদের রাজধানীমুখী প্রবণতা ঠেকানো ও রাজধানীর প্রবেশ পথে যানজট নিরসনের লক্ষ্যেই নতুন বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া শিক্ষায় ধনী-গরিবের বৈষম্য নিরসনেও ভূমিকা রাখবে এসব বিদ্যালয়। কারণ সরকারি প্রতিষ্ঠানে ন্যূনতম বেতনে ধনী-দরিদ্র সকল স্তরের ছাত্রছাত্রী ভর্তির সুযোগ পাবে। এই উদ্যোগের ফলে ছাত্রছাত্রীদের বাণিজ্যনির্ভর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির প্রবণতা কমবে বলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগের কর্মকর্তারা জানান, ঢাকা বিভাগ বিশেষ করে ঢাকা জেলার নবীনগর, ইপিজেড বা আশুলিয়া, ধামরাই, পূর্বাচল, হেমায়েতপুর, সাইনবোর্ড, চিটাগং রোড, জোয়ার সাহারা, শাহজাহানপুর বা নূরের চালা, ইকুরিয়া বা ঝিলমিল এলাকায় নতুন বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। এসব এলাকায় অপেক্ষাকৃত ভালোমানের সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নেই জানিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ভালোমানের স্কুল না থাকায় এসব এলাকার প্রায় ৩০ থেকে ৪০ হাজার শিক্ষার্থী রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ালেখা করছে।

'ঢাকা শহর সন্নিকটবর্তী এলাকায় ১০টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন' প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রস্তাবিত ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৬৬৬ কোটি ৬৫ লাখ টাকা। এই অর্থ দিয়ে প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ, প্রতি প্রতিষ্ঠানে একটি করে ১০ তলা ভবন নির্মাণ, শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, আইসিটি ল্যাব স্থাপন, খেলাধুলার সামগ্রী সরবরাহ, বই সরবরাহ ও অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করা হবে।

এ ব্যাপারে মাউশির পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) প্রফেসর ড. জাহাঙ্গীর হোসেন সংবাদকে বলেন, 'রাজধানীর

ঢাকার : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৩

ঢাকার : আশপাশে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আশপাশে স্থানীয়ভাবে ভালোমানের স্কুল খুব একটা নেই। ফলে ঢাকার আশপাশের এলাকার ছাত্রছাত্রীরা রাজধানীর স্কুলে এসে ভর্তি হয়, যাতে রাজধানীর প্রবেশ পথগুলোতে প্রায়ই যানজটের সৃষ্টি হয়। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের নানা রকম দুর্ভোগও পোহাতে হয়। এজন্যই আশপাশের এলাকায় ১০টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এগুলো স্থাপন হলে শিক্ষার্থীদের শহরমুখী প্রবণতা কমবে।'

নতুন বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ ধরা হয়েছে ২০১৬ সালের জুলাই থেকে ২০১৯ সালের জুন পর্যন্ত। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) নতুন ১০টি বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে সম্প্রতি নতুন ১০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য একটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট প্রোপাইল (ডিপিপি) প্রণয়ন করেছে মাউশি। মন্ত্রণালয় ডিপিপি অধিকতর যাচাই-বাছাই করে প্রতিষ্ঠানের জনবল অনুমোদনের জন্য গত সপ্তাহে তা অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেছে, যা এখন অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের পর ডিপিপি 'একনেক'র চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হবে।

ডিপিপিতে (উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনায়) বলা হয়েছে, নতুন ১০ প্রতিষ্ঠানই হবে দুই শিফটের। প্রতিটি বিদ্যালয়ে দুই হাজার ৭০০ জন ছাত্রছাত্রী পাঠ লাভের সুযোগ পাবে। এতে ১০টি প্রতিষ্ঠানে মোট ২৭ হাজার শিক্ষার্থী নামমাত্র বেতন দিয়ে পাঠ লাভের সুযোগ পাবে।

এদিকে বিগত মহাজোট ও বর্তমান সরকারের আমলে একটি প্রকল্পের আওতায় রাজধানীতে ১১টি নতুন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৬টি কলেজ স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে ১৪টি প্রতিষ্ঠানেই ইতোমধ্যে শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়েছে। কিন্তু জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত মামলা-মোকদ্দমার কারণে বাকি ৩টি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কাজ বিলম্ব হচ্ছে। এই তিন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কাজও আগামী এক বছরের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্য স্থির করেছে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ।